বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বাংলাদেশ এ্যামেচার বক্সিং ফেডারেশন

BANGALDESH AMATEUR BOXING FEDERATION

গঠনতন্ত্র (CONSTITUTION)

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
পরিচালক (ক্রীড়া), জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ
ও
সদস্য সচিব:
গঠনতন্ত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা কমিটি

Mohammad Ali Boxing Stadium
Dhaka- 1000
Phone- 9564962

বাংলাদেশ এ্যামেচার বক্সিং ফেডারেশন
গঠনতন্ত্র (CONSTITUTION)

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়	ঃ	মুখবন্ধ	
		বিষয়	পৃষ্ঠা
ধারা-০১	ঃ	শিরোনাম ও পরিচিতি	১
ধারা-০২	ঃ	সংজ্ঞা	১
ধারা-০৩	ঃ	পতাকা, লোগো ও সদর দপ্তর	১
ধারা-০৪	ঃ	উদ্দেশ্য	১
ধারা-০৫	ঃ	ফেডারেশনের কার্যপরিধি ও আওতা	২
দ্বিতীয় অধ্যায়	ঃ	ফেডারেশনের গঠন	২
ধারা-০৬	ঃ	এফিলিয়েশন	২-৩
তৃতীয় অধ্যায়	ঃ	ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠানসমূহ	৩-৫
ধারা-০৭	ঃ	সাধারণ পরিষদ	৫
ধারা-০৮	ঃ	কার্যনির্বাহী কমিটি	৬
ধারা-০৯	ঃ	কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা	৭
ধারা-১০	ঃ	উপ-কমিটি	৮
চতুর্থ অধ্যায়	ঃ	নির্বাচন	৮
ধারা-১১	ঃ	নির্বাচন	৮
পঞ্চম অধ্যায়	ঃ	গঠণতন্ত্র	৯
ধারা-১২	ঃ	গঠণতন্ত্র সংশোধন	৯
ধারা-১৩	ঃ	গঠণতন্ত্রের ব্যাখ্যা	৯
ষষ্ঠ অধ্যায়	ঃ	আর্থিক বিধি বিধান	৯
ধারা-১৪	ঃ	তহবিল সংগ্রহ ও পরিচালনা	৯
ধারা-১৫	ঃ	তহবিল ও হিসাব নিরীক্ষা	৯
ধারা-১৬	ঃ	অর্থবছর	৯
সপ্তম অধ্যায়	ঃ	আচরণ ও শৃংখলা	১০
ধারা-১৭	ঃ	শাস্তিমূলক ব্যবস্থা	১০

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
পরিচালক (ক্রীড়া), স্থানীয় ক্রীড়া পরিষদ
ও
সদস্য সচিব
গঠনতন্ত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা কমিটি

==০==

প্রথম অধ্যায় ঃ মুখবন্ধ ঃ

ধারা-১ ঃ শিরোনাম ও পরিচিতি ঃ

১.১ ঃ সংগঠনের নাম ঃ
এই ফেডারেশন "বাংলাদেশ এ্যামেচার বক্সিং ফেডারেশন" নামে পরিচিত হবে।

১.২ ঃ সংক্ষিপ্ত নাম ঃ
এই ফেডারেশনের সংক্ষিপ্ত নাম হবে বিএবিএফ (BABF).

১.৩ ঃ সমগ্র বাংলাদেশে বক্সিং খেলার কার্যক্রম এই ফেডারেশনের আওতাধীন থাকবে।

ধারা- ২ ঃ সংজ্ঞা ঃ

২.১ ঃ বিশেষভাবে উল্লেখিত না হলে এই গঠণতন্ত্রে বর্ণিত ফেডারেশন বলতে "বাংলাদেশ এ্যামেচার বক্সিং ফেডারেশন" বুঝাবে।

২.২ ঃ গঠণতন্ত্র বলতে বাংলাদেশ এ্যামেচার বক্সিং ফেডারেশনের এই গঠণতন্ত্র বুঝাবে।

২.৩ ঃ সদস্য-সংস্থা বলতে বাংলাদেশ এ্যামেচার বক্সিং ফেডারেশনের সঙ্গে এফিলিয়েটেড বক্সিং সংস্থাসমূহ বুঝাবে।

২.৪ ঃ সাধারণ পরিষদ বলিতে বাংলাদেশ এ্যামেচার বক্সিং ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদ কে বুঝাবে।

২.৫ ঃ বক্সিং বলতে আইবা অনুমোদিত নিয়মাবলী পরিচালিত বক্সিং খেলাকে বুঝাবে।

২.৬ ঃ বিধি, উপ-বিধি বলিতে বাংলাদেশ এ্যামেচার বক্সিং ফেডারেশন প্রণীত অথবা অনুমোদিত বক্সিং খেলা সংগঠন ও পরিচালনার আইন কানুন- কে বুঝাবে।

২.৭ ঃ আইবা (AIBA) বলতে INTERNATIONAL AMATEUR BOXING ASSOCIATION, ফ্যাব (FAAB) বলতে FEDERATION OF ASIAN AMATEUR BOXING, ABAC বলতে AMATEUR BOXING ASSOCIATION OF COMMONWEALTH এবং SAABF বলতে SOUTH ASIAN AMATEUR BOXING FEDERATION- কে বুঝাবে।

ধারা- ৩ ঃ পতাকা, লোগো ও সদরদপ্তর ঃ

৩.১ঃ ফেডারেশনের পতাকা এবং প্রতীক ঃ
বাংলাদেশ এ্যামেচার বক্সিং ফেডারেশনের নিজস্ব পতাকা ও প্রতিক/লোগো থাকবে। সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনুমোদনক্রমে তৈরি হবে।

৩.২ ঃ সদর দপ্তর
বাংলাদেশ এ্যামেচার বক্সিং ফেডারেশনের কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত হবে।

ধারা- ৪ ঃ উদ্দেশ্য ঃ
বাংলাদেশ বক্সিং ফেডারেশনের উদ্দেশ্য হবে দেশের বক্সিং এর প্রসার, মান উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশ বক্সিং এর অবস্থান উন্নীত করনের মাধ্যমে একটি উল্লেখযোগ্য স্বীকৃতি অর্জন।

ধারা- ৫ ঃ ফেডারেশনের কার্যপরিধি ও আওতা ঃ

৫.১ বাংলাদেশ এ্যামেচার বক্সিং ফেডারেশন যাবতীয় কার্যক্রম সমগ্র বাংলাদেশে

৫.২ প্রচার, প্রসার, উন্নয়ন, নিয়ন্ত্রন ও সমন্বয় করা।

৫.৩ আঞ্চলিক/আন্তর্জাতিক ফেডারেশন থেকে স্বীকৃতি গ্রহণ।

সার্ভিসেস, জেলা ক্রীড়া সংস্থা, কর্পোরেশন, ক্লাব ও অন্যান্য সংস্থাকে

৫.৪ এ্যামেচার বক্সিং এর স্বীকৃতি প্রদান।

৫.৫ বক্সিং প্রশিক্ষনের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ ও কার্যক্রম তৈরি ও বাস্তবায়ন।

৫.৬ এ্যামেচার বক্সিং এর মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করা।

জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতা, টুর্ণামেন্ট, প্রদর্শনী

৫.৭ খেলার আয়োজন করা।

আর্ন্তজাতিক প্রতিযোগিতা ও টুর্ণামেন্টে জাতীয় দলের অংশগ্রহণ ও

৫.৮ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

৫.৯ দরিদ্র ও কৃতি খেলোয়াড়দের কল্যাণে সম্ভাব্য সহায়তা প্রদান করা।

সংশ্লিষ্ট ক্রীড়া সংস্থা/সংগঠনসমূহকে সম্ভাব্য মঞ্জুরী ক্রীড়া সামগ্রী,

৫.১০ রুলস বুক ও অন্যান্য সুবিধাদি প্রদান।

৫.১১ খেলার উপর বই, পত্রিকা, স্মরণীকা প্রকাশ ও গ্রন্থাগার স্থাপন।

জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে ক্রীড়ার উপর সেমিনার, সিম্পোজিয়াম,

৫.১২ আলোচনা শিবিরের ব্যবস্থা করা।

ক্রীড়া সংস্থা/সংগঠন/ক্লাব ও ক্রীড়াবিদদের মধ্যে শৃংখলার নিশ্চয়তা বিধান

৫.১৩ করা।

বিভিন্ন কমিটি ও উপ-কমিটি গঠন এবং উহার কার্যাপরিধি সুনির্দিষ্ট করে

৫.১৪ দেয়া।

উপরে বর্ণিত উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক হতে পারে এমন প্রয়োজনীয় অন্যান্য

কার্যাদি সম্পাদন অথবা বাংলাদেশ সরকার অথবা সংশ্লিষ্ট খেলার

৫.১৫ আঞ্চলিক/আন্তর্জাতিক সংস্থার নির্দেশাবলী পালন করা।

বাংলাদেশ এ্যামেচার বক্সিং ফেডারেশন নিজস্ব কর্মসূচীর মাধ্যমে ক্রীড়া

৫.১৬ প্রতিভা অন্বেষন করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে।

সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা পরিচালনার লক্ষ্যে বিচারকদের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা

এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক লাইসেন্স প্রদানে ভূমিকা পালনসহ বিদেশ বক্সিং

৫.১৭ রেফারী/জাজদের ক্লিনিকে অংশগ্রহনের ব্যবস্থা করা।

৫.১৮ বক্সিং কোচদের দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

সমগ্র বাংলাদেশের এ্যামেচার বক্সিং কার্যক্রম ফেডারেশনের আওতাভূক্ত

৫.১৯ থাকবে।

বক্সিং রেফারী/জাজদের দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ও সনদপত্র প্রদান।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ ফেডারেশনের গঠণ ঃ

ধারা-৬ ঃ এফিলিয়েটেড (*Affiliated*) সংগঠন ঃ

৬.১ ঃ

ক) বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা।
খ) জেলা ক্রীড়া সংস্থা
গ) বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড;
ঘ) বাংলাদেশ রাইফেলস ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড;
ঙ) বাংলাদেশ পুলিশ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড;
চ) বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড;
ছ) বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি);

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
পরিচালক (ক্রীড়া), জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ
ও
যুগ্ম সচিব

চলমান পাতা- ৩

জ) প্রতিটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড;
ঝ) সিটি করপোরেশন;
ঞ) বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ;
ট) স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা সমূহ;
ঠ) প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত বক্সিং ক্লাব সমূহ;

৬.২ ঃ উপরোক্ত সংস্থা সমূহ নির্বাহী কমিটি কর্তৃক ধার্যকৃত নির্ধারিত চাঁদা প্রদান এবং অন্যান্য শর্ত পূরণ পূর্বক এফিলিয়েশন গ্রহণ করতে পারবে। আবেদন বাংলাদেশ এ্যামেচার বক্সিং ফেডারেশনের নীতিমালা অনুযায়ী করতে হবে।

৬.৩ ঃ এফিলিয়েটেড সংস্থা নির্বাচন পূর্ববর্তী চার বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ দুই বার জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ সাপেক্ষে কাউন্সিলর বা ভোটার হওয়ার যোগ্যতা লাভ করবে।

৬.৪ ঃ এফিলিয়েটেড সংস্থা সমূহ তাদের নির্ধারিত চাঁদা প্রদান না করলে এফিলিয়েশন বাতিল বলে গণ্য হবে। সেক্ষেত্রে বকেয়ার চাঁদা এবং নির্বাহী কমিটি কর্তৃক ধার্যকৃত জরিমানা ও অন্যান্য শর্ত পূরণ সাপেক্ষে এফিলিয়েশন নবায়ন করতে পারবে।

৬.৫ ঃ ফেডারেশনের অন্তর্ভূক্ত প্রতিটি সদস্য সংস্থাকে ফেডারেশন কর্তৃক নির্ধারিত হারে বাৎসরিক এফিলিয়েশন ফি প্রতি বছর জানুয়ারী মাসের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে; অন্যথায় সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাবে।

৬.৬ ঃ যে কোন কারণে সদস্যপদ বাতিল হলে পুনর্বহাল না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ বক্সিং ফেডারেশনের কোন কার্যক্রমে অংশগ্রহন করতে পারবে না।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠানসমূহ ঃ

ধারা- ৭ ঃ সাধারণ পরিষদ ঃ

৭.১ ঃ সাধারণ পরিষদের গঠন ঃ

ফেডারেশনের সর্বময় ক্ষমতা সাধারণ পরিষদের উপর ন্যাস্ত থাকবে। সাধারণ পরিষদ নিম্নলিখিতভাবে গঠিত হবে এবং প্রতিটি সংস্থা হতে একজন প্রতিনিধি থাকবে।

ক) বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার একজন প্রতিনিধি;
খ) জেলা ক্রীড়া সংস্থার একজন প্রতিনিধি;
গ) বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের একজন প্রতিনিধি;
ঘ) বাংলাদেশ রাইফেলস ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের একজন প্রতিনিধি;
ঙ) বাংলাদেশ পুলিশ ক্রীড়া পরিষদের একজন প্রতিনিধি;
চ) বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি ক্রীড়া পরিষদের একজন প্রতিনিধি;
ছ) বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (বিকেএসপি) একজন প্রতিনিধি;
জ) প্রতিটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের একজন প্রতিনিধি;
ঝ) সিটি করপোরেশনের একজন প্রতিনিধি;
ঞ) বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের একজন প্রতিনিধি;
ট) কর্পোরেশন সমূহের একজন প্রতিনিধি;

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
পরিচালক (ক্রীড়া), জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ
ও
সদস্য সচিব
... কমিটি

পাতা- ৪

ঠ) জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক মনোনীত পাঁচ (৫) জন ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব।
ড) বাংলাদেশ বক্সিং রেফারী/জাজেস এসোসিয়েশনের একজন প্রতিনিধি।
ঢ) বাংলাদেশ বক্সিং কোচেস এসোসিয়েশন এর একজন প্রতিনিধি।
ন) আইবা এবং ফাব এর কার্যনির্বাহীতে কার্যরত বাংলাদেশী প্রতিনিধি তার কার্যকালীন সময় পর্যন্ত সাধারণ পরিষদের সদস্য হবেন।
ত) নির্বাচনের অব্যবহিত পূর্বের সর্বশেষ নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক।
থ) মৃত্যু ব্যতীত সাধারণ পরিষদের মনোনয়ন পরিবর্তন করা যাবে না। বিশেষ কোন অবস্থার সৃষ্টি হলে সেক্ষেত্রে তা সাধারণ পরিষদে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রেরণ করতে হবে।

৭.২ ঃ সাধারণ পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী ঃ

ক) কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন (সভাপতি ব্যতীত);
খ) গঠনতন্ত্র সংশোধনী বিবেচনা ও অনুমোদন দান;
গ) সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন পর্যালোচনা;
ঘ) অডিট রিপোর্ট পর্যালোচনা এবং অনুমোদন;
ঙ) বার্ষিক ক্রীড়াপঞ্জী অনুমোদন;
চ) ফেডারেশনের বার্ষিক আয়-ব্যায়ের হিসাব ও ব্যালেন্স সীট পরীক্ষা ও অনুমোদন দান।
ছ) ফেডারেশনের বার্ষিক বাজেট অনুমোদন।
জ) কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত ফেডারেশনে নতুন সদস্য ভূক্তির আবেদন অনুমোদন।
ঝ) ফেডারেশনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়ক যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণের বিবেচনা ও সিদ্ধান্তগ্রহণ।

৭.৩ ঃ বার্ষিক সাধারণ সভা ঃ

ক) সাধারণ পরিষদের সময়সীমার মধ্যে কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অন্ততঃ দুইটি বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। এই সভার জন্য নির্ধারিত দিনের অন্ততঃ ৩০ (ত্রিশ) দিন আগে সকল সদস্যের ঠিকানায় পত্র পাঠিয়ে এবং একই সঙ্গে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রদান করে সাধারণ সম্পাদক এই সভা আহবান করবেন।

খ) সাধারণ পরিষদের মেয়াদকাল শেষে অথবা নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবং নির্ধারিত স্থান ও সময়ে ফেডারেশনের সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এ সভার অন্ততঃ৩০ দিন পূর্বে সকল কাউন্সিলারকে পত্র পাঠাইয়া এবং একই সঙ্গে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করে সাধারণ সম্পাদক সভা আহবান করবেন।

গ) প্রয়োজনে বিশেষ সাধারণ সভা আহবান করা যাবে। সেক্ষেত্রে অন্ততঃ ১৫ (পনের) দিনের নোটিশ প্রদান করতে হবে।

৭.৪ ঃ তলবি সভা ঃ

সাধারণ পরিষদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের লিখিত অনুরোধে সভাপতি তলবি সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিবেন। যুক্তিযুক্ত কারণ থাকা সত্ত্বেও সাধারণ পরিষদের সভা আহবান করা না হলে সাধারণ পরিষদের এক তৃতীয়াংশ সদস্যের স্বাক্ষরে তলবি সভা আহবান করা যাবে।

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
(অংশ), জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ

চলমান পাতা- ৫

৭.৫ ঃ মুলতবী সভা ঃ

কোন সভা মূলতবী হলে উহা আহবানের জন্য কোন নির্ধারিত সময়ের প্রয়োজন হবে না। এই সভার কোরামেরও প্রয়োজন হবে না।

৭.৬ ঃ সভার কোরাম ঃ

বার্ষিক সাধারণ সভা, বিশেষ সাধারণ সভা, নির্বাহী কমিটির সভা, কমিটি, উপ-কমিটির সভায় মোট সদস্যের এক তৃতীয়াংশ কোরাম হিসাবে বিবেচিত হবে। কোন কারনে কোন সভা মুলতবী হলে পরবর্তীতে ডাকা উক্ত মূলতবী সভার জন্য কোন কোরাম প্রয়োজন হবে না।

৭.৯ ঃ সাধারণ পরিষদ ও কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদকাল ঃ

বাংলাদেশ বক্সিং ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদ ও কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদকাল হবে ৪ বছর। গঠনের দিন হতে সাধারণ পরিষদের এবং দায়িত্ব গ্রহণের দিন হতে কার্যনির্বাহী কমিটির সময়সীমা গণনা হবে।

ধারা- ৮ ঃ কার্যনির্বাহী কমিটি ঃ

৮.১ ঃ বাংলাদেশ এ্যামেচার বক্সিং ফেডারেশনের নির্বাহী কর্তৃত্ব পরিচালনার জন্য নিম্নোক্ত কার্যনির্বাহী কমিটি থাকবে ঃ

(ক)	সভাপতি	ঃ	১ জন (সরকার কর্তৃক মনোনীত)
(খ)	সহ-সভাপতি	ঃ	৪ জন (নির্বাচিত)
(গ)	সাধারণ সম্পাদক	ঃ	১ জন (নির্বাচিত)
(ঘ)	যুগ্ম সম্পাদক	ঃ	২ জন (নির্বাচিত)
(ঙ)	কোষাধ্যক্ষ	ঃ	১ জন (নির্বাচিত)
(চ)	সদস্য	ঃ	১৬ জন (নির্বাচিত)
			মোট- ২৫ জন

৮.২ ঃ সভাপতি ব্যতীত অন্যান্য পদ সমূহ সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করা হবে।

৮.৩ ঃ পদত্যাগ, মৃত্যু, দেশত্যাগ বা আদালত কর্তৃক শাস্তি প্রাপ্তির কারণে যদি যথাক্রমে সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম-সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের পদ শূণ্য হয় সেক্ষেত্রে পরবর্তী নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন কার্যকরী পরিষদের সদস্যদের মধ্য হতে উক্ত শূণ্য পদ পূরণ করা যাবে।

৮.৪ ঃ কোন কারণে কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ অর্থাৎ চার বৎসর পূর্তির পরও নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হলে সেক্ষেত্রে সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে আলোচনাক্রমে সভাপতি জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের মাধ্যমে একটি এডহক কমিটি গঠন করিতে পারিবে। এই কমিটি সর্বোচ্চ তিন মাস সময়ের জন্য হবে এবং উক্ত সময়ের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করবে এবং উক্ত সময়ের সার্বক্ষনিক কার্যাবলী সম্পাদন করিবে।

৮.৫ ঃ একজন প্রার্থী একটির বেশী পদে নির্বাচনের জন্য যোগ্য হবেন না।

আনোয়ারুল ইসলাম
ক্রীড়া পরিষদ

চলমান পাতা- ৬

৮.৬ ঃ কার্যনির্বাহী কমিটির ক্ষমতা ও দায়িত্ব ঃ

ক) বার্ষিক ক্রীড়াপঞ্জী প্রণয়ন;
খ) ফেডারেশনের বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন;
গ) বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠান;
ঘ) ফেডারেশনের আয়-ব্যয় পরিচালনা;
ঙ) ফেডারেশনের বার্ষিক ব্যয়ের অডিট সম্পন্ন করা;
চ) প্রয়োজনীয় সংখ্যক ষ্টাফ নিয়োগ;
ছ) বিভিন্ন কমিটি ও উপ-কমিটি গঠণ;
জ) গঠণতন্ত্রের ধারা, উপ-ধারার ব্যাখ্যা প্রদান এবং গঠণতন্ত্রে উল্লেখিত নয় এমন সব বিষয় সমূহের উপর সিদ্ধান্ত প্রদান।
ঝ) বিভিন্ন প্রতিযোগিতার কমিটি গঠন ও বিধি, উপ-বিধি প্রণয়ন ও অনুমোদন।
ঞ) কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে পরবর্তী নির্বাচনের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
ট) প্রতি তিন মাসে অন্ততঃ একবার কার্য-নির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠান।
ঠ) কার্যনির্বাহী কমিটির উপস্থিত সদস্যদের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

৮.৭ ঃ সভা আহবান ঃ

সাধারণ সম্পাদক সভাপতির সাথে আলোচনাক্রমে সাধারণভাবে ৭দিনের লিখিত বিজ্ঞপ্তিতে কার্যনির্বাহী কমিটির সভা আহবান করবেন। তবে জরুরী পরিস্থিতিতে সভাপতির নির্দেশে ২৪ ঘন্টার নোটিশে সাধারণ সম্পাদক জরুরী সভা আহবান করতে পারবেন।

ধারা- ৯ ঃ কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা ঃ

৯.১ ঃ সভাপতি ঃ

ক) সাধারণ পরিষদ ও কার্যনির্বাহী কমিটির সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন। কোন বিষয়ে দুই পক্ষ সমান সংখ্যক ভোট প্রদান করলে তিনি কাষ্টিং ভোট প্রদান করতে পারবেন।

খ) প্রয়োজনে সাধারণ পরিষদ অথবা কার্যনির্বাহী কমিটির জরুরী সভা আহবান করতে পারবেন।

ঘ) কার্যনির্বাহী কমিটির কোন পদ শুন্য হইলে নির্বাহী কমিটির সভায় আলোচনা ও সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে নির্বাহী কমিটির যেকোন সদস্যকে শূণ্য পদে নিয়োগ দান করতে পারবেন।

ঙ) সাধারণ সম্পাদক বা কোষাধ্যক্ষের অনুপস্থিতিতে চেকে স্বাক্ষর করবেন।

চ) ফেডারেশনের কার্যক্রমে সুষ্ঠ পরিচালনার জন্য নির্বাহী কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় যেকোন পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

৯.২ ঃ সহ-সভাপতি ঃ

সভাপতির অনুপস্থিতিতে, জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে সহ-সভাপতি সভায় সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। সভাপতিকে তার সকল প্রকার কর্মকান্ডের সাহায্য সহযোগিতা করবেন।

চলমান পাতা- ৭

৯.৩ ঃ **সাধারণ সম্পাদক ঃ**

সাধারণ সম্পাদক, সভাপতির সঙ্গে আলোচনাক্রমে বার্ষিক সাধারণ সভা, বিশেষ সভা, কার্যপরিষদের সভা আহবান এবং সভার কার্যবিবরণী সংরক্ষন করবেন। তিনি সভার সিদ্ধান্ত সমুহ কার্যকর ও বাস্তবায়ন করবেন। তিনি গঠনতন্ত্র ও নিয়মাবলী প্রয়োগ করবেন। ফেডারেশনের পক্ষ হতে তিনি চিঠিপত্র আদান প্রদান করবেন। তিনি নথিপত্র সুশৃংখলভাবে ও নিরাপদে সংরক্ষন করবেন। তিনি ফেডারেশনের প্রশাসনিক সকল কাজকর্মসহ গঠনতন্ত্রের অন্যান্য দায়িত্বসমূহ পালন করবেন। তিনি তার যে কোন দায়িত্ব যুগ্ম-সম্পাদকদ্বয়ের উপর ন্যাস্ত করতে পারবেন। তিনি বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন এবং ব্যয় অনুমোদন করাবেন। তিনি বাংলাদেশ বক্সিং রেফারী/জাজেস এসোসিয়েশনের সুপারিশক্রমে বক্সিং রেফারী জাজদের লাইসেন্স প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৯.৪ ঃ **যুগ্ম-সম্পাদকদ্বয় ঃ**

যুগ্ম-সম্পাদক সাধারণ সম্পাদককে তার কার্যে সহায়তা প্রদান করবেন এবং কার্যকরী পরিষদ বা সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক মৌখিক/লিখিতভাবে আরোপিত দায়িত্ব পালন করবেন। সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে তাহার দায়িত্ব সমূহ জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে দায়িত্ব পালন করবেন। তাহারা ফেডারেশনের সাথে অর্ন্তভূক্ত সংগঠন সমূহের সাথে সুন্দর সম্পর্ক রাখার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৯.৫ ঃ **কোষাধ্যক্ষ ঃ**

কোষাধ্যক্ষ আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখবেন এবং কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত অডিট রিপোর্টের বিবরণ বার্ষিক সাধারণ সভায় পেশ করবেন। তিনি যথারীতি রসিদ প্রদান পূর্বক সমস্ত অর্থ গ্রহণ করবেন এবং কার্যকরী পরিষদের অনুমোদনক্রমে সমুদয় অর্থ নির্ধারিত ব্যাংকে গচ্ছিত রাখবেন। তিনি সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক অনুমোদিত বিল ও ভাউচার সমুহের টাকা সময়মত পরিশোধ করবেন। অনুমোদিত কার্যকলাপের জন্য তিনি অগ্রীম অর্থ প্রদান করতে পারবেন। তিনি হিসাব নথিপত্র নিরাপদে সংরক্ষন করবেন। তিনি ফেডারনের হিসাব ও অর্থ সংক্রান্ত সকল কার্যাদি সম্পন্ন করবেন।

৯.৬ ঃ **সদস্যবৃন্দ ঃ**

সদস্যবৃন্দ সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক ও কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক আরোপিত সকল দায়িত্ব সততা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করবেন।

ধারা- ১০ ঃ **উপ-কমিটি ঃ**

কার্যনির্বাহী কমিটি ফেডারেশনের কার্যাবলী, খেলাধুলা, প্রশিক্ষণ, টেকনিক্যাল বিষয়সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনমত উপ-কমিটি, কমিশন গঠন করে এসব উপ-কমিটি এবং কমিশনের কার্যপরিধি নির্ধারণ করে দেবে।

আনোয়ারুল ইসলাম
পরিচালক (ক্রীড়া), জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ
ও
সদস্য সচিব
কার্যনির্বাহী কমিটি

চতুর্থ অধ্যায় ঃ নির্বাচন ঃ

ধারা- ১১ ঃ নির্বাচন ঃ

১১.১ ঃ প্রতি ৪ বছর অন্তর অন্তর কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন সাধারণ পরিষদের প্রত্যেক ভোটে অনুষ্ঠিত হবে। তবে গঠনতন্ত্রের ধারা- ৭ মোতাবেক যে কোন বৈধ প্রতিনিধি সাধারণ পরিষদের সদস্য পদে নির্বাচনে পদপ্রার্থী হতে পারবেন। একজন প্রার্থী শুধুমাত্র একটি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন।

১১.২ ঃ ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন পরিচালনার জন্য জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ/নির্বাহী কমিটি কর্তৃক ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাচন কমিশন থাকবে এবং এই কমিশন নির্বাচন বিধিমালা প্রণয়ন, সিডিউল প্রণয়ন, ভোটার তালিকা চূড়ান্তকরণ পূর্বক নির্বাচন সম্পন্ন করবেন।

১১.৩ ঃ নির্বাচন কমিশন বিধিমালা প্রণয়ন, সিডিউল প্রদান, কাউন্সিলর চূড়ান্তকরণসহ যাবতীয় কার্যাদি পালন পূর্বক নির্বাচন সম্পন্ন করবে।

১১.৪ ঃ নির্বাচন কমিশন নির্বাচন পদ্ধতি সম্পর্কে সাধারণ পরিষদের সকল সদস্যকে অবহিত করবেন।

১১.৫ ঃ এই গঠনতন্ত্রের অন্যত্র অনুচ্ছেদে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পর্কে যাই বর্ণনা করা থাকুক, নির্বাচন কমিশন প্রয়োজন বোধে বার্ষিক সাধারণ সভা কিংবা বিশেষ সাধারণ সভা ছাড়াও ভোটারদের নির্দিষ্ট স্থানে আহবান পূর্বক নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে পারবেন।

১১.৬ ঃ নির্বাচন সিডিউল ঘোষিত হওয়ার অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন হতে হবে।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ গঠণতন্ত্র ঃ

ধারা- ১২ ঃ গঠণতন্ত্র সংশোধন ঃ

১২.১ ঃ এ গঠনতন্ত্রের কোন ধারা সংশোধনে আগ্রহী সদস্যকে সাধারণ সম্পাদকের কাছে এই মর্মে নোটিশ বা প্রস্তাব প্রদান করতে হবে। সাধারণ পরিষদের উত্থাপনের পূর্বে এ সংশোধনী কার্যনির্বাহী কমিটিতে বিবেচিত হইবে। অনুমোদিত প্রস্তাব সাধারণ সভার ৩০ দিন পূর্বে সকল কাউন্সিলরের কাছে প্রেরণ করতে হবে।

১২.২ ঃ প্রস্তাবিত সংশোধনী ও কার্যনির্বাহী কমিটির এতদসংক্রান্ত সুপারিশ সকল সদস্যের মধ্যে লিখিতভাবে বিতরণ করতে হবে। সাধারণ সভার আলোচ্য সূচীতে এ সংশোধনী বিবেচনার অন্তর্ভূক্ত থাকতে হবে।

১২.৩ ঃ সাধারণ পরিষদের সভায় উপস্থিত সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য সম্মতি প্রদান করলে গঠনতন্ত্রের সংশোধনী গৃহীত হবে।

১২.৪ ঃ এই গঠনতন্ত্রের পরিপন্থী কোন বিধি, উপ-বিধি তৈরি করা যাবে না।

গুলশকার আনোয়ারুল ইসলাম
পরিচালক (ক্রীড়া), জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ
ও
সদস্য সচিব
নির্বাহী কমিটি

চলমান পাতা- ৯

ধারা- ১৩ ঃ **গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা ঃ**

এ গঠনতন্ত্রে লিপিবদ্ধ হয়নি এমন বিষয় অথবা এ গঠনতন্ত্রের উপ-ধারা সম্পর্কে ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে এবং সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য তা গ্রহণযোগ্য হবে। এতে কেউ সংক্ষুব্দ হলে সাধারণ পরিষদের নিকট আবেদন করতে পারবেন। সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ **আর্থিক বিধি-বিধান ঃ**

ধারা- ১৪ ঃ **তহবিল সংগ্রহ ও পরিচালনা ঃ**

১৪.১ ঃ বাংলাদেশ বক্সিং ফেডারেশন সরকারী অনুদান, আন্তর্জাতিক সংস্থার অনুদান, চ্যারিটি ম্যাচ আয়োজন, টিকিট বিক্রয়, মিডিয়াস্বত্ব বিক্রয়, লেভী গ্রহণ, লটারী আয়োজন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন অথবা অন্য যেকোন বৈধ পন্থায় তহবিল সংগ্রহ করিবে।

১৪.২ ঃ বাংলাদেশ বক্সিং ফেডারেশনের সকল তহবিল সদর দপ্তরে অবস্থিত সরকার কর্তৃক অনুমোদিত যেকোন তফশীল ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠানে রাখতে হবে। সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের মধ্য হইতে যেকোন দুইজনের যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক একাউন্ট পরিচালিত হবে।

ধারা-১৫ ঃ **তহবিল ও হিসাব নিরীক্ষা ঃ**

১৫.১ ঃ সরকারের অনুদান নিজস্ব উৎস ও বিভিন্ন স্পন্সর এর মাধ্যমে তহবিল গঠন করা হবে।

১৫.২ ঃ ফেডারেশনের সকল তহবিল যে কোন তফসিলী ব্যাংকে রাখা হবে ব্যাংকের হিসাব সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ এই তিন জনের যৌথ স্বাক্ষরে হিসাব খোলা হবে। এক্ষেত্রে যে কোন দুই জনের যৌথ স্বাক্ষরে টাকা উত্তোলন করা যাবে।

১৫.৩ ঃ ফেডারেশনের দৈনন্দিন কাজের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অর্থ অফিসের ক্যাশে রাখা যাবে। তবে জাতীয় প্রতিযোগিতা, জাতীয় প্রশিক্ষণ শিবির, আর্ন্তজাতিক প্রতিযোগিতা বা বিশেষ প্রয়োজনে কার্যকরী পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে এই টাকার পরিমান আরও বেশী রাখা যাবে।

১৫.৪ ঃ ঐ ধরনের অনুষ্ঠান শেষে ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী পরিষদের পরবর্তী সভায় খরচকৃত অর্থের হিসাব বিল ভাউচারের অনুমোদন গ্রহণ বাধ্যতামূলক।

১৫.৫ ঃ প্রতি অর্থ বৎসর শেষে সরকার অনুমোদিত নিরীক্ষা ফার্ম কর্তৃক ফেডারেশনের আয়-ব্যয় নিরীক্ষা করে নির্বাহী পরিষদের অনুমোদন নিতে হবে।

ধারা-১৬ ঃ **অর্থ বৎসর ঃ**

বক্সিং ফেডারেশনের অর্থ বৎসর ১লা জুলাই হতে ৩০শে জুন পর্যন্ত গণ্য করা হবে।